গাংনীতে জামাইয়ের হাতে শাশুড়ি খুন (আপডেট)

জামাইয়ের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে জামাইয়ের হাসুয়ার উপর্যুপরি কোপে নিহত হয়েছেন রঙ্গিলা খাতুন (৪৫) নামের এক গৃহবধূ। রঙ্গিলা খাতুন গাংনী উপজেলার করমদি মাঠপাড়া এলাকার শওকত আলীর স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (২৩ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তার নিজ ঘরে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এর আগে নিহতের মেয়ে রিনি খাতুনকেও হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করেন। আহত রিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে পারিবরিক কলহের জের ধরে মাঠপাড়া ঈদগাহ এলাকায় গাছের সাথে রশি দিয়ে গলাই দড়ি দিতে যায়। খবর পেয়ে নিহত রঙ্গিলা ও তার স্ত্রী রিনি খাতুন উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসে।

তাকে কেনো বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে এমন কথা বলে আবারো শুরু হয় বাতবিতন্ডা। এক পর্যায়ে হাসুয়া দিয়ে স্ত্রী রিনি খাতুনকে কোপাতে থাকে বাদশা। এসময় শাশুড়ি রঙ্গিলা তার মেয়েকে বাচাতে গেলে তাকে হাসুয়া দিয়ে গলাই এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা আরো জানান, বাদশার নামে, চুরি ডাকাতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সে জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়েছে। বাদশা করমদি গ্রামের শাহবুর পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে। সে শশুরবাড়ি ঘর জামায় থাকতো।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হচ্ছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় পারুল খাতুন (৪৫) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার চাঁদবা-একতারপুর গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ ঘটনায় ওই গৃহবধূর স্বামী মতিয়ার রহমান পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, পারিবারিক কলহের জের ধরে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া হতো। মঙ্গলবার রাতে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে পারুলকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করে মতিয়ার রহমান।

পারুলের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে মতিয়ার রহমান পালিয়ে যায়। পারুল ও মতিয়ার দম্পতির মিতা (২৪) ও রিতা (৮) নামে দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। নিহত পারুলের মাথায় ও হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

নিহত পারুলের মেয়ে রিতা জানায়, মঙ্গলবার রাতে তার মাকে হত্যা করে বাবা। সে ফোন করে তার নানা বাড়িকে জানায়।

পারুলের ভাই মিজানুর রহমান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে গত রাত ১২টার দিকে দুজনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। এ সময় স্থানীয়রা সেটি মীমাংসা করে দেয়।

এর পর রাত সাড়ে ৩টার দিকে তার বোনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় তার স্বামী। ছোট ভাগ্নি ফোন করে জানায় তার মাকে হত্যা করা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনর্চাজ আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। স্বামী মতিয়ার রহমানকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

চুয়াডাঙ্গায় ছেলের হাতে মা খুন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পিরোজখালি গ্রামে মাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে মুকুল নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে।

শনিবার বিকেল ৫টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনায় তাকে আটক করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। নিহত জবেদা খাতুন পিরোজখালী গ্রামের আসান আলীর স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে সংসারের কাজ শেষে ঘরের বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছিলেন জবেদা খাতুন। এসময় তরকারি চাওয়া নিয়ে ছেলে মুকুলকে বকা দেন জবেদা খাতুন। ছেলেকে একটি থাপ্পড়ও দেন তিনি। একপর্যায়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে পাশে থাকা ধারালো দা দিয়ে তার মাকে কোপাতে থাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মুকুল। ঘটনাস্থলেই নিহত হন জবেদা খাতুন।

নিহত জবেদা খাতুনের বড় ভাই আলা উদ্দিন জানান, মুকুল বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে মাদকাসক্ত ছিল। পরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে। তার দুইবার বিয়ে হয়েছিল। মাদকাসক্তের কারণে তার সংসার বেশিদিন স্থায়ী ছিলো না। তিনি আরও জানান, বেশ কিছুদিন আগে মাঠের জমি ও বাড়ি তার নামে লিখে দিতে বলে মুকুল। এ নিয়ে তার বাবা মায়ের সাথে তার প্রায়ই বিরোধ হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীন বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আটক মুকুলের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে ফারুক হত্যাকাণ্ডে মামলা দায়ের

মেহেরপুরে শহর সমাজ সেবা অফিসের মাঠকর্মী ফারুক হোসেনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় গতকাল রাত ১২

টা পর্যন্তÍ পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে অভিযান চলছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে ফারুক হোসেনের স্ত্রী নাজমা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা বেশ কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। যার নম্বর-২৭।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান,কাউকে আটক করতে না পারলেও পুলিশি তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, গতকাল শুক্রবার বিকালে ফারুক হোসেনের লাশের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে সন্ধ্যার দিকে জানাযা শেষে দাফন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে কয়েকজন সন্ত্রাসী ফারুকে তার বাড়ির কাছের কাছের সড়কে কুপিয়ে হত্যা করে।

আলমডাঙ্গায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্বামী পলাতক

আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালানোর অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ভোরে শোবার ঘরের মেঝেতে মা রূপালী খাতুনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তার সন্তানেরা। পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মৃতের গলায় টিপে ধরার দাঁগ দেখা গেছে। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্ট এলে পরিস্কার বলা যাবে এটা হত্যা কি না।

জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর আগে পার্শ্ববর্তী মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে রূপালী খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের রুপাঞ্জেলের ছেলে আসাদুলের বিয়ে হয়।

তাদের সংসারে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রূপালীর মেজ ছেলে নয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মায়ের নিথর দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, স্বামী আসাদুল রাতের কোন এক সময় স্ত্রী রূপালী খাতুনকে গলা টিপে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। রূপালীর মৃত্যুর ঘটনায় সকাল থেকেই বাড়িতে লোকজনের ভীড় শুরু হলেও আসাদুলের কোন দেখা পাওয়া যায়নি।

রূপালীর পিতা রবিউল ইসলাম জানান, গত পরশু আসাদুল মালিহাদে তার বাড়িতে গিয়ে গরুর বিচুলী কেনার জন্য কিছু টাকা দাবি করে আসে। পরদিন তিনি রূপালীর বড় ছেলে হৃদয়কে দিয়ে ২ হাজার টাকা পাঠান। তারপর দিন বৃহস্পতিবার সকালে মেয়ের মৃত্যুর খবর পাই।

তিনি বলেন, আমার মেয়েকে হত্যা করে পালিয়েছে আসাদুল। আমি এই হত্যার বিচার চাই।

প্রতিবেশীরা জানায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা কারনে কলহ ছিল। ঝগড়া-ঝাটিও হত। কিন্ত এই কলহ হত্যা করার মত ছিল না। তারপরও কিভাবে এবং কিসের কারনে রূপালী মারা গেলেন তা আসাদুল ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

প্রতিবেশীরা মনে করেন, আসাদুলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই কেবল প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায়, প্রকৃত ঘটনা জানতে আসাদুলকে আটকের চেষ্টা চলছে।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে জামাইয়ের হামলায় আহত শশুরের মৃত্যু

মেহেরপুরের আমঝুপিতে জামাইয়ের হামলায় আহত হাবিবুর রহমান পঁচা কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

বিস্তারিত আসছে……..

ঝিনাইদহে ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার মান্দারবাড়িয়া গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে স্বপন হোসেন নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা ।

মান্দারবাড়িয়া ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের সদস্য স্বপন হোসেন একই গ্রামের মৃত আরশেদ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় তার ভাই মিল্টন হোসেন গুরুতর আহত হন। তাকে যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গ্রামবাসি সুত্রে জানা গেছে, স্বপনের বাড়িতে পানির লাইনের কাজ করে শামিম ও সাকিব নামে দুই ভাই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে মহেশপুরের পুড়োপাড়া বাজারে স্বপনের সাথে টাকা পয়সার লেনদেন নিয়ে শামিম ও সাকিবের তর্ক বিতর্ক হয়। রাত ৯টার দিকে শামিম, সাকিব ও তাদের পিতা হামিদ স্বপনকে বাড়ির বাইরে ডেকে নেয়। রাস্তার উপর আসা মাত্রই তারা ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। স্বপনের চিৎকারে তার ভাই মিল্টন বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে ঠেকাতে যায়। এ সময় দুই ভাইকে তারা কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। ইউপি মেম্বর স্বপন হোসেন ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। তার মাথায় ও ঘাড়ে গভীর জখমের চিহ্ন রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌছে লাশ উদ্ধার করে।

মহেশপুর থানার ওসি মোরশেদ হোসেন খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, হত্যাকারীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

মেপ্র/এমইএম